ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩০৩ ● কলকাতা ● ২১ কার্তিক, ১৪৩০ ● বুধবার ● ০৮ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

সত্যিই কি ঐশ্বরিয়ার সংসারে ভাঙনের সুর — পৃঃ ৫

নরক যন্ত্রণা কাটিয়ে বিশ্বকাপে রঙিন শামি — পৃঃ ৬

নন্দীগ্রামে তৃণমূল করার অপরাধে

চাকরি গেল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ কর্মীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার মানুষ সচেতন হন। বাংলার মানুষ একটু জেগে উঠুন। চোখ মেলে দেখুন বিজেপির শাসন কাকে বলে। তার জন্য আপনাদের যোগীরাজ্য বা মধ্যপ্রদেশের দিকে তাকাতে হবে না। বাংলার বুকেই একটু তাকিয়ে দেখুন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, তথা তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামের বুকে তৃণমূল করার অপরাধে নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের বিজেপি শাসিত ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে অস্থায়ী ৫জন কর্মীর চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে।ঘটনার জেরে নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ জানিয়েছেন, 'এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি অনৈতিক। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।' সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ৫জনকে বিজেপিতে যোগদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাবে তাঁরা রাজি না হওয়াতে গত ৩১অক্টোবর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় ৫জনের চাকরি কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। যদিও সেই সভায় তৃণমূলের সদস্যরা ছাঁটাই ইস্যুতে প্রবল আপত্তি করেন। তার জেরে ওই সভায় ছাঁটাই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। তারপর গতকাল ফের পঞ্চায়েতে সভা হয়। সেখানে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের আপত্তি খারিজ করে ওই ৫জন অস্থায়ী কর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়া হয়। আর্থিক সঙ্কটের অজুহাতে ৫জনকে ছাঁটাইয়ের জন্য রেজ্যুলিউশন নেওয়া হয়েছে। অথচ, বিজেপি ওই পঞ্চায়েত দখল করার পর নতুন নিয়োগ সেরে ফেলেছে। সুন্দরী জানা নামে একজনকে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সেই সূত্রেই এখন পাল্টা প্রশ্ন উঠেছে, আর্থিক সঙ্কটের কারণে অস্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাই করা হলে নতুন নিয়োগ হচ্ছে কোন অঙ্কে? তৃণমূলের তরফে গোতা ঘটনাটি নিয়ে আদালতে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।কার্যত তৃণমূল করার অপরাধে ওই ৫জনকে ছাঁটাই

এরপর ৩ পাতায়

অভিষেকের জন্মদিনে সকাল থেকেই

যজ্ঞ নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। ৩৬ বছরে পা দিলেন তিনি। সেই কারণেই তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের জন্মদিনে নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরে সকাল সকালই শুরু হয়েছে যজ্ঞ। শুধু তাই নয়, রাজ্যজুড়ে একাধিক জায়গায় গতকাল রাত থেকেই লাগানো হয়েছে পোস্টার, হোর্ডিং।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পার্থবাবু জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের অভিভাবক। বড়মার কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছি। বাংলার সবার জন্য প্রার্থনা করেছি। বড়মা যেন সবাইকে ভালো রাখেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক কুশল কামনা করলাম। তিনি যেন দীর্ঘায়ু লাভ করেন। এখানে আমি কোনও রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর দেব না। রাজনীতি নিয়ে কথাও বলব না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হয়েছিলেন। তাঁর পায়ে সংক্রমণ হয়েছিল। বাংলার গরিব মানুষের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন দীর্ঘায়ু লাভ করেন, আমি বড়মার কাছে সেই প্রার্থনা করলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে কখনও এমনভাবে অসুস্থ হননি। অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষেও যজ্ঞ আয়োজন করা হয়েছিল। তাঁর চোখের সমস্যা যাতে সেরে ওঠে, সেই প্রার্থনাও করেছি।'

বিশেষত যে এলাকার সাংসদ তিনি, সেই ডায়মন্ডহারবারেও শুভেচ্ছা বার্তা ও পোস্টার পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে গোটা এলাকা। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে নেতাকে আগাম অভিনন্দন জানিয়েছেন এলাকার দলীয় কর্মীরা। গতকাল ঘড়ির কাঁটা রাত ১২টা পেরোতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর ঢল নেমেছে। কেউ তাঁদের প্রিয় নেতার দীর্ঘায়ু কামনা করছেন, তো কেউ আবার তাঁর

এরপর ৩ পাতায়

হাই কোর্টে একের পর এক ধাক্কা!

সরকারি আইনজীবী বদলাল নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বদলে গেল কলকাতা হাই কোর্টের সরকারি আইনজীবী বা পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি)। মঙ্গলবার বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। শাশ্বতগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বদলে হাই কোর্টের রাজ্য সরকারি আইনজীবী হলেন দেবাশিস রায়। যা দেখে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের ধারণা, হাই কোর্টে একের পর এক মামলায় ধাক্কা খাচেছ রাজ্য সরকার।ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ বলছে, নিয়োগ দুর্নীতি থেকে একের পর এক জনস্বার্থ মামলায় কলকাতা হাই কোর্টে ধাক্কা খাচ্ছে রাজ্য। বহু মামলায় মুখ পুড়েছে। পরিস্থিতি বদলাতেই এবার রাজ্য সরকারি আইনজীবী বদল করার পথে হাঁটল রাজ্য। সূত্রের দাবি, রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও পদত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। তাঁর পরিবর্তে প্রাক্তন এজি কিশোর দত্তকে ফেরানো হতে পারে বলে দাবি সূত্রের।

সেই 'অপরাধে'ই পাবলিক প্রসিকিউটর বদল করল নবান্ন।

সূত্রের খবর, সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তথা এডিজি সিআইডি রাজশেখরণকে নিয়ে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্য প্রশাসনের অন্যান্য শীর্ষকর্তারা। সেখানে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককেও ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, এমনই নবান্ন সূত্রে খবর। এই বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পিপি বদলের বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য।

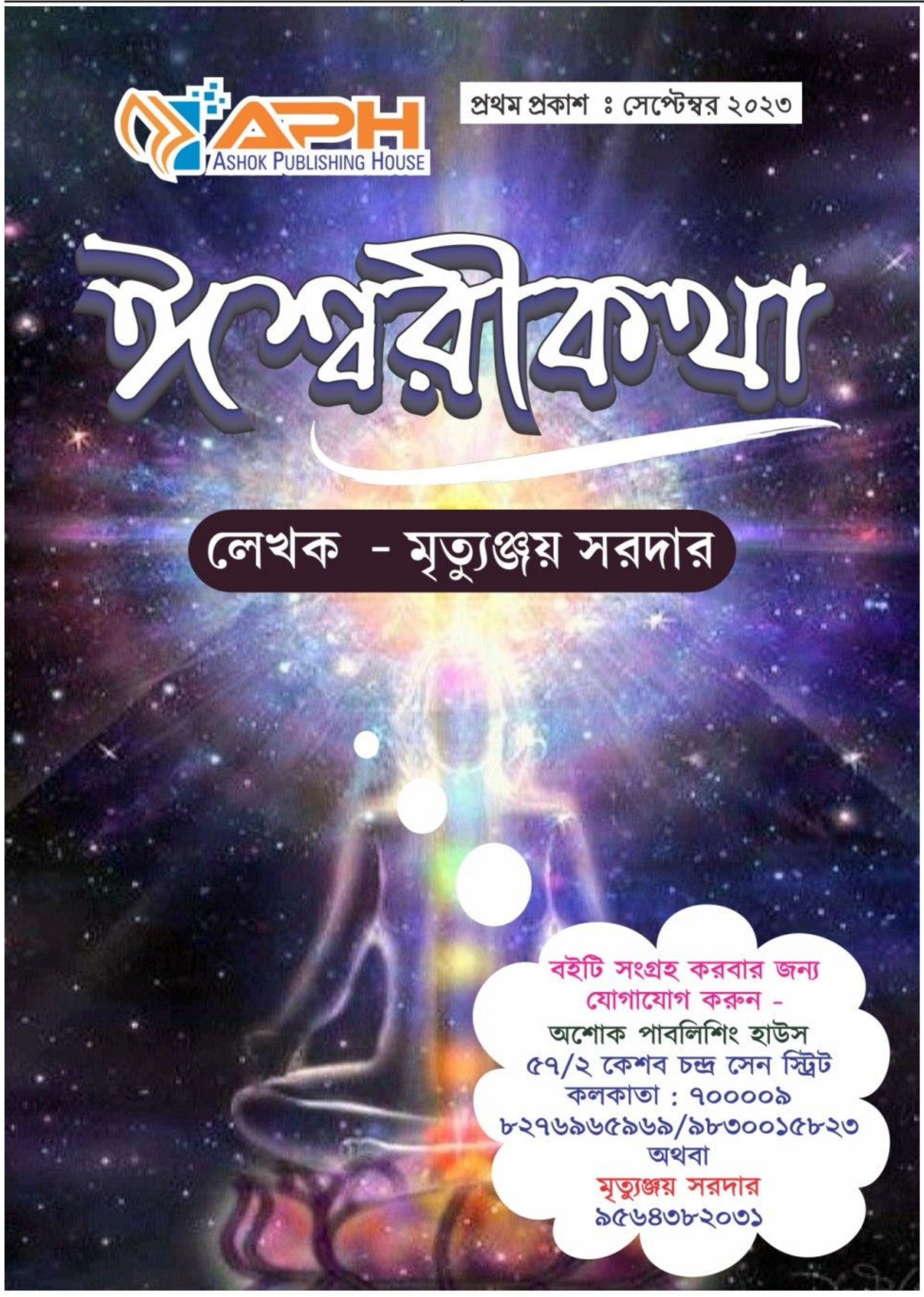

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

- ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।
- আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
যোগাযোগ-
9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কলকাতায় আয়োজিত হতে চলেছে

তিন দিনের বৃহত্তম স্পোর্টস, ফিটনেস এবং ওয়েলনেস ব্যবসার প্রদর্শনী - ফিটএক্সপো ইন্ডিয়া ২০২৩

১ থেকে ৩ রা ডিসেম্বর মিলন মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত তিন দিনের এই মেগা প্রদর্শনীতে যোগ দেবেন সারা দেশের ৫ হাজারের বেশি ফিটনেস বিশেষজ্ঞ এবং একই ছাদের তলায় থাকছে শরীরচর্চা, খেলা ধুলা, যোগ ব্যায়াম, ওয়েলনেস সামগ্রী, যার মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক সফটওয়্যার এবং ফিটনেস টুলের সমাহার।

৭ নভেম্বর ২০২৩, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : ফিটএক্সপো ইন্ডিয়া ২০২৩, স্পোর্টএক্সপো কে সঙ্গে নিয়ে আগামী ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে (মিলন মেলা) দেশের বৃহত্তম ফিটনেস এবং ওয়েলনেস ব্যবসার প্রদর্শনী আয়োজনের কথা ঘোষণা করেছে।

তিন লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৩ দিনের এই প্রদর্শনীতে দেড় লক্ষ মানুষের পা পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ফিটএক্সপো ইন্ডিয়া ২০২৩ একই সঙ্গে বিজনেস টু কনজিউমার (বি২সি) এবং বিজনেস টু বিজনেস (বি২বি) কর্মসূচি, দ্বিবার্ষিক এই সম্মেলনের চতুর্থ পর্ব প্রস্তাবিত এই কর্মসূচি।

“দ্য ফিটএক্সপো ইন্ডিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা তথা ক্যালকাটা স্পোর্টস ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি গগন সচদেব বলেন, "এই কর্মসূচি শুধুমাত্র খেলাধুলো বা শরীরচর্চা সংক্রান্ত প্রদর্শনী নয়, এখানে থাকছে নেটওয়ার্কিং, নতুন পণ্যের উদ্বোধন থেকে শুরু করে লাইভ শো, ডেমিনস্ট্রেশন এবং প্রতিযোগিতা সব মিলিয়ে যা রূপ নেবে এক সর্বাঙ্গীন উৎসবের, যা আগত সমস্ত অতিথিদের অভিজ্ঞতাকে এক অন্য স্তরে নিয়ে যাবে।"

“তিনি আরও বলেন, " এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা বিপুল সংখ্যক দর্শকের সামনে নিজেদের পণ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরতে পারবেন। যা তাদের ব্র্যান্ডের পরিচিতি এবং গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে সহায়তা করবে। শরীরচর্চায় উৎসাহীরা এখানে বডি বিল্ডিং, পাওয়ার লিফটিং, জুম্বা,পাওয়ার যোগা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খুঁজে পাবেন। এখানে থাকবে আলোচনা সভা প্যানেল ডিসকার্শান এবং একাধিক কর্মশালা যেখানে খেলাধুলো ও শরীরচর্চা সংক্রান্ত বিষয় কোর্স মেডিসিন এবং পুষ্টির সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরা নিজেদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরবেন।"

প্রস্তাবিত ফিটএক্সপো ২০২৩ এ ৫ হাজারের বেশি বিশেষজ্ঞ এবং ক্রিয়া ব্যক্তিত্ব যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে এখানে থাকছে সুপার বাইক জোন, শরীরচর্চার প্রতিযোগিতা, বন্ধ খাঁচায় মিক্সড মার্শাল আর্ট লড়াই এমনকি খাদ্য উৎসব।

সিএসডিএর সভাপতি তথা স্পোর্টেক্সপোর মুখ্য আহ্বায়ক রাজেশ ভাটিয়া বলেন, " চলতি বছরে খেলাধুলার জগতের শিল্পের কথা মাথায় রেখে সমস্ত রকমের ক্রীড়া সামগ্রী পোশাক এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির প্রসারের জন্য স্পোর্টক্সপোতে একটি বিশেষ মঞ্চ রাখা হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের ক্রীড়া জগতের বাজারের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংস্থার কাছে এই রকম বিপুল মাপের একটি প্রদর্শনী যার আয়োজন করা হচ্ছে কলকাতায়, একটি বিরাট সুযোগ। আশা করি ব্যবসায়ী এবং উৎসাহীরা এই সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাবেন।"

স্পোর্টেক্সপোর যুগ্ম আহ্বায়ক সঞ্জয় শ্রীবাস্তব বলেন, "খেলাধুলার সামগ্রিক মানোন্নয়নের স্বার্থে আমরা রাজ্যের ক্রীড়া সংস্থা এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খেলাধুলার ব্যান্ডগুলিকে সমন্বয়ে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একই মঞ্চে নিয়ে আসছি।"

তিনি আরো বলেন, " আমরা বিশ্বাস করি সমস্ত ক্রীড়া সংস্থা এবং অংশগ্রহণকারী নির্মাতাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট হবে। ক্রিকেট,বাস্কেটবল, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, হকি, তীরন্দাজি র জন্য এখানে আলাদা আলাদা জোন তৈরি করা হয়েছে যা প্রচারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা নেবে।"

এই বিরাট প্রদর্শনীর অন্যান্য দুই কুলে তুলে ধরে আইএফের চেয়ারম্যান তথা স্পোর্টেক্সপোর চিফ প্যাট্রন সুব্রত দত্ত বলেন, " কাজের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্রীড়া জগতের সম্ভাবনা রয়েছে, এই ধরনের কর্মসূচি যুব প্রজন্মকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করবে এবং তাদের সঠিক পথের দিশা দেখাবে।"

কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের (সি ডব্লিউ বি টি এ) সভাপতি সুশীল পোদ্দার জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম এবং সি ডব্লিউ বি টি এর যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক সংস্থানের মাধ্যমে ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এবং খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচির সহযোগিতা মিলেছে।

এক্সপোর চেয়ারম্যান নরেন্দ্রনাথ কাপাডিয়া বলেন, " সুস্বাস্থ্য এবং ফিট থাকা নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো, নতুন আবিষ্কার এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের পাশাপাশি খেলাধুলা এবং শরীরচর্চাকে অর্থকরী করে তোলার মত নানাবিধ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে।"

বি২বি কর্মসূচির জন্য এখানে একটি কর্পোরেট বিজনেস লাউঞ্জ তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও আয়োজন করা হচ্ছে ফিটপিচ (থিম নির্ভর তহবিল সংগ্রহ এবং বাণিজ্যিক আদান প্রদান) কর্মসূচি, স্টার্টআপ সংস্থা এবং আবিষ্কর্তাদের জন্য বিশেষ মঞ্চ, পারস্পরিক সংযোগ এবং বিনিয়োগের উৎসাহ দেওয়ার নানা প্রকল্প যার মাধ্যমে ফিটএক্সপো ইন্ডিয়া ২০২৩ অর্থনীতির ওপরে দীর্ঘমেয়াদি ছাপ রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

খেলাধুলা, শরীরচর্চা, ওয়েলনেস সংক্রান্ত বিভিন্ন শিল্প এবং সংস্থা কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া ফিটএক্সপো ইন্ডিয়া ২০২৩ এর লাইভ ইভেন্টগুলিতে অংশ নিতে চলেছে। এই ধরণের যে কোন আন্তর্জাতিক কর্মসূচির সঙ্গে মানের সমতা রেখে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে।

লাভা নিয়ে এল নিজের শ্রেণীতে প্রথম রিং

লাইট-সহ ব্লেজ 2 5G মোবাইল দাম শুরু 9,999/- থেকে

- প্রিমিয়াম ডিজাইনের ধারাকে এগিয়ে এগিয়ে নিয়ে ব্লেজ 2 5G- তে থাকছে প্রিমিয়াম গ্লাস ব্যাক ডিজাইন এবং রিং লাইট
- 3,90,000- এর AnTuTu স্কোর-সহ বিদ্যুৎগতির মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 6020 প্রসেসরের শক্তিতে বলীয়ান
- ব্লেজ 2 5G -তে 90H-রিফ্রেশ রেট-সহ একটি 16.55 সেন্টিমিটার (6.56Ó) HD+ IPS পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে রয়েছে
- ব্লেজ 2 5G দু'টি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে (RAM/ROM)- (4+4*)GB/ 64GB এবং (6+6*)GB/128GB।

Kolkata, 2 নভেম্বর, 2023: নিউজ সারাদিন : ন্যায্য মূল্যে অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, লাভা আজ নিয়ে এল নতুন ব্লেজ 2 5G, যার দাম শুরু হচ্ছে মাত্র 9,999/- টাকা থেকে! এই মোবাইলে রয়েছে প্রিমিয়াম গ্লাস ব্যাক এবং নিজের শ্রেণীতে প্রথম রিং লাইটের বৈশিষ্ট্য। এই মোবাইল তিনটি প্রাণবন্ত রঙে পাওয়া যাবে, সেগুলি হল গ্লাস ব্ল্যাক, গ্লাস ব্লু এবং গ্লাস ল্যাভেন্ডার।

এই সাম্প্রতিকতম স্মার্টফোনটি AnTuTu রেটিংয়ে 3,90,000+ স্কোর করা ক্ষিপ্রগতির MediaTek Dimensity 6020 প্রসেসর দ্বারা চালিত। ব্লেজ 2 5G দু'টি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে (RAM/ROM) - (4+4*) GB/ 64GB এবং (6+6*) GB/128GB। এই ফোনের UFS 2.2 মেমরি 1 TB পর্যন্ত প্রসারণযোগ্য।

মোবাইলে রয়েছে 2.5D কার্ভড স্ক্রিন এবং 90 Hz রিফ্রেশ রেট-সহ 16.55 সেন্টিমিটার (6.56Ó)-এর HD+ IPS পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে।

ব্লেজ 2 5G পরিচ্ছন্ন AndroidTM 13-এর অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং এতে কোনও রকম ব্লোটওয়্যার বা বিজ্ঞাপন নেই। এতে বেনামী এবং স্বয়ংক্রিয় কল রেকর্ডিং ও পার্শ্ব ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের সুবিধা থাকছে। ডিভাইসটিতে আরও দেওয়া হচ্ছে Android 14-এর প্রতিশ্রুত আপগ্রেড এবং দুই বছরের জন্য ত্রৈমাসিক নিরাপত্তা আপডেট।

ব্লেজ 2 5G ফোনে রয়েছে 50MP রিয়ার ক্যামেরা এবং নিখুঁত সেলফির জন্য সামনে আছে স্ক্রিন ফ্ল্যাশ-সহ 8MP ফ্রন্ট ক্যামেরা। স্মার্টফোনটির অন্তর্নির্মিত ক্যামেরা বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে ফিল্ম, স্লো মোশন, টাইমল্যাপস, ইউএইচডি, জিআইএফ, বিউটি, এইচডিআর, নাইট, পোর্ট্রেট, এআই, প্রো, প্যানোরামা, ফিল্টার এবং ইন্টেলিজেন্ট স্ক্যানিংয়ের মতো বিভিন্ন মোড। ব্লেজ 2 5G মোবাইলে পাওয়া যাচ্ছে 5000mAh ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি এবং 18W ফাস্ট চার্জিং (Type-C)।

গ্রাহকদের বিক্রয়োত্তর অভিজ্ঞতা উন্নত করতে লাভা 'বাড়িতে বিনামূল্যে পরিষেবা' প্রদান করে, যেখানে গ্রাহকদের ঘরের দোরগোড়ায় হাজির হয়ে পরিষেবা প্রদান করা হয় (গ্রাহকরা ফোনের ওয়ারেন্টির মেয়াদের মধ্যে পরিষেবাটি পেতে পারেন)। বাড়িতে পরিষেবা পেতে এখানে ক্লিক করুন: https://www.lavamobiles.com/lava_service_at_home/

ব্লেজ 2 5G দেশজুড়ে লাভার রিটেল নেটওয়ার্ক, Amazon.in এবং Lavamobiles.com -এ পাওয়া যাবে।

মূল্য এবং উপলব্ধতা:

মডেল : Blaze 2 5G, ভেরিয়েন্ট : 4+4*GB/ 64GB, এমআরপি (INR) : Rs 9,999/-, উপলব্ধতা : ৯ নভেম্বর ২০২৩, প্ল্যাটফর্ম : · লাভা রিটেল নেটওয়ার্ক।

মডেল : Blaze 2 5G, ভেরিয়েন্ট : 6+6*GB/ 128GB, এমআরপি (INR) : Rs 10,999/-, উপলব্ধতা : ৯ নভেম্বর ২০২৩, প্ল্যাটফর্ম : · আমাজন।

পুলিশি নিরাপত্তায় শেষকৃত্য সৌরভের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিরাপত্তায় বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হল নাবালক সৌরভ সেনাপতির দেহ। নতুন করে অশান্তি এড়াতে গভীর রাতেই হল শেষকৃত্য। দ্রুত সেই কাজ সম্পন্ন করতে পুলিশ কর্মীই পৌঁছে দিলেন জ্বালানীর কাঠ। সোমবার নতুন করে যাতে অশান্তি না হয়, সে জন্য এলাকায় অস্থায়ী পুলিশ শিবির করা হয়েছে। এ দিন অবশ্য এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। সৌরভের দেহ লোপাটের সময় গাড়ির যে চালক ছিলেন, তাঁর এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোনও সন্ধান পায়নি। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ তাঁর খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করছে। এসডিপিও বলেন, "কিশোরের শেষকৃত্য নির্বিঘ্নে হয়েছে। খুনে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তার তদন্ত চলছে। এলাকায় অস্থায়ী পুলিশ শিবির রয়েছে।"

ঘটনায় পরেই সৌরভদের

এরপর ৩ পাতায়

দুবাই-এ দীপাবলি গ্র্যান্ডুর:

যেখানে বিলাসিতা প্রথা হিসেবে মিলিত হয়

Kolkata, 6th November 2023: নিউজ সারাদিন : দিওয়ালি মরসুমে আপনার প্রিয়জনের সাথে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি তৈরি করুন। অনন্য অফার উপভোগ করুন, দুর্দান্ত পুরস্কার জেতার সুযোগ পান এবং শহরের বিভিন্ন জুয়েলার্সে নিখুঁত উপহার পান। উপরন্তু, শহর জুড়ে কিছু সেরা রেস্তোরাঁয় হৃদয়গ্রাহী খাবার, ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং লোভনীয় সুস্বাদু খাবার উপভোগ করুন।

বৈশ্বিক গ্রাম: গ্লোবাল ভিলেজে দীপাবলি উদযাপন করুন, যেখানে আপনি চিত্তাকর্ষক বলিউড শো উপভোগ করতে পারেন, চিত্তাকর্ষক ভারতীয় প্যাভিলিয়নে খাঁটি শিল্প, কারুশিল্প এবং পারফরম্যান্স উপভোগ করতে পারেন। আপনি ভারতীয় চাট বাজারে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় রাস্তার খাবারের স্বাদ নিতে পারেন, চমৎকার ভারতীয় রেস্তোরাঁয় খেতে পারেন এবং আরও অনেক কিছু।

লা পার্লে: লা পার্লেতে ভিজ্যুয়াল এক্সট্রাভ্যাঞ্জায় ভিজিয়ে নিন এবং আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে অত্যাশ্চর্য পারফরম্যান্সের সাক্ষী হন।

দুবাই জুয়েলারি গ্রুপ: দীপাবলির চেতনায়, দুবাই জুয়েলারি গোষ্ঠী একটি বিস্তৃত, শহর ব্যাপী খুচরা উদ্যোগের আয়োজন করছে যা দুবাই জুড়ে মর্যাদাপূর্ণ জুয়েলারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিখ্যাত জুয়েলার্স একচেটিয়া দীপাবলি কালেকশন প্রদর্শন করবে, ক্রেতাদের একচেটিয়া ডিল, উদার ডিসকাউন্ট, কেনার সময় প্রশংসাসূচক উপহার এবং একটি লোভনীয় র‍্যাফেল সহ এইডি ১৫০,০০০ মূল্যের গয়না ভাউচার ৩০ জন বিজয়ীর মধ্যে বিতরণ করা হবে।

আমারা রেস্টুরেন্ট: আমরা রন্ধনসম্পর্কীয় আবিষ্কারের একটি যাত্রা যা যুগ যুগ ধরে বাণিজ্য পথের প্রাচীন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিস্তৃত যা আজ সিল্ক রোড নামে পরিচিত অর্ধেক বিশ্বের বিস্তৃত। কিউরেটেড মেনু ঐতিহাসিক রুট বরাবর ভ্রমণ এবং শেয়ার করা স্বাদ এবং কৌশলের বৈচিত্র্য উদযাপন করে!

উলুবেড়িয়ার বাসিন্দাদের

অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে লাখ লাখ টাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উলুবেড়িয়ার কুলগাছিয়ায় অঙ্কিত রাইস মিল। সম্প্রতি সেখানে টানা ২৬ ঘণ্টা তল্লাশি চালায় ইডি। রেশন দুর্নীতি মামলায় এই রাইস মিল ইডির স্ক্যানারে। প্রচুর তথ্য এখান থেকে উঠে এসেছে বলেই ইডি সূত্রে খবর। এবার এলাকাবাসীর কাছ থেকে উঠে আসছে সাংঘাতিক সব তথ্য। উলুবেড়িয়া-২ ব্লকের প্রায় ৫ থেকে ৬টি গ্রামের বাসিন্দারা মুখ খুলেছেন এই রাইস মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।যদিও পরে আমতা আমতা করে সঞ্জয় বলেন, অঙ্কিত মিল থেকে যা বলা হতো তাই তিনি করতেন। ৫০০ থেকে ৭০০ জনের নামে ব্যাঙ্কের বই করিয়েছেন বলেও জানান তিনি। এলাকায় রীতিমতো ক্যাম্প করে অভিরামপুর শ্রীরামপুর সুমদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডে অ্যাকাউন্ট খোলেন।অভিযোগ, বিভিন্ন এজেন্ট মারফত গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলানো হতো।

অভিযোগ, গ্রামবাসীদের নামে খোলা সেইসব অ্যাকাউন্টে ধান বিক্রির টাকা ঢুকত। কারও অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার, কারও ৫০ হাজার, কারও অ্যাকাউন্টে তারও বেশি। তার বিনিময়ে জমি না থাকলেও বা ধান চাষ না করলেও প্রতি বছর বিভিন্ন এজেন্ট মারফত সামান্য কিছু টাকা পেতেন গ্রামবাসীরা।

আরও অভিযোগ, অঙ্কিত রাইস মিল গ্রামবাসীদের নানাভাবে প্রলোভন দেখাত। এজেন্টরা এসে বোঝাত, ব্যাঙ্কের পাশবই থাকলেই টাকা পাওয়া যাবে। অভিযোগ, পরে তাঁরা বুঝেছেন, এ টাকা সোজা পথের টাকা নয়। এমনও অভিযোগ, রেশন দুর্নীতির টাকা ঢুকত অ্যাকাউন্টগুলিতে। তাঁরা এসএমএসে দেখতেন, প্রচুর টাকা ঢুকছে অ্যাকাউন্টে। তবে তাঁদের দেওয়া হতো সামান্য কিছু।সঞ্জয় মান্না নামে এক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে। গ্রামবাসীদের দাবি, সঞ্জয়ই চালকল ও গ্রামবাসীদের মধ্যে যোগাযোগের সেতু। তিনিই এজেন্ট। যদিও সঞ্জয় মান্না সেসব মানতে নারাজ। বরং তিনি বলছেন, “আমার কাছে কিছু নেই। মিলের লোকেরা আসত, সবই ওরা করত। ওরা টাকা দিয়ে গেলে আমি দেখে নিতাম। বছর তিনেক হল আমি এই কাজ করছি। যারা ধান দেয় তাদেরই টাকা দিই। এ টাকা ধান বিক্রিরই টাকা।”

১-ম পাতার পর

অভিষেকের জন্মদিনে সকাল থেকেই যজ্ঞ নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরে

রাজনৈতিক কেরিয়ার আরও বর্ণময় হওয়ার প্রার্থনা করেছেন। কেউ বা শুধুই জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দলের তরফেও আজ নানা কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনটি সেলিব্রেট করার ততপরতা নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন অর্থাত মঙ্গলবারে কলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা অভিষেকের জন্মদিন নানা অনুষ্ঠান-কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করবেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে মন্দিরে মন্দিরে। কোথাও আবার কেক কেটে প্রিয় নেতার জন্মদিন পালন করবে তৃণমূল। তবে সেই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে সব থেকে বেশি নজর কেড়েছে নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরে আয়োজিত হওয়া যজ্ঞ। সৌজন্যে রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। তবে তিনি জানিয়েছেন, এই যজ্ঞ শুধু অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নয়। বরঞ্চ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) সুস্থতা কামনা করে। অভিষেকের মঙ্গল কামনায় আয়োজিত বিশেষ পুজোয় সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নৈহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক চট্টোপাধ্যায়, নৈহাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সনত দে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যসহ শাসকদলের নেতাকর্মীরা।

১-ম পাতার পর

নন্দীগ্রামে তৃণমূল করার অপরাধে চাকরি গেল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ কর্মীর

করে দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দল হিসাবে থাকার সময় থেকেই যদি বিজেপির এই আচরণ হয় তাহলে বাংলার মসনদে তাঁরা এলে বাংলার কী হাল হবে! সেটা একটু ভাবুন বাংলার জনগন। যারা উদ্দাম হয়ে বিজেপি বিজেপি করে নাচছেন, তাঁরা হয়তো খুশিই হবেন ৫জন তৃণমূল কর্মীর কাজ চলে যাওয়ায়। কিন্তু সচেতন যারা আছেন তাঁরা এবার দেখে নিন বিজেপি কারে কয়।চলতি বছরে হয়ে যাওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি। এরপর সোমবার রেজ্যুলিউশন এনে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মরত ৫জন অস্থায়ী কর্মীকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁদের একমাত্র অপরাধ তাঁরা তৃণমূলকে সমর্থন করেন। যদিও সেই কারণকে সরকারি ভাবে বিজ্ঞপ্তিতে তুলে ধরা হয়নি। বরঞ্চ সেখানে তুলে ধরা হয়েছে পঞ্চায়েতের আর্থিক সঙ্কটকে। তাই সেটা যে অজুহাত মাত্র সেটাও বোঝা যাচ্ছে। যে ৫জনের চাকরি বিজেপি কেড়ে নিয়েছে এরা হলেন বলাই জানা, সত্য দাস, অনিমা মণ্ডল, সাথী মণ্ডল এবং রবিন বাগ। এরা সকলেই ওই পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মী। এদের মধ্যে বলাই জানা আবার ২০০৯ সাল থেকে ওই পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে জেরক্স করা, জেনারেটর চালানো এবং সাফাইয়ের কাজ করেন। বাকি ৪জন ২০১৮সাল থেকে কাজ করছেন। তাঁরা সকলে এলাকায় তৃণমূল সমর্থক হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ, সেই কারণেই তাঁদের কাজ থেকে ছাঁটাই করতে মরিয়া হয়ে ওঠে বিজেপির পঞ্চায়েত।

২ পাতার পর

পুলিশি নিরাপত্তায় শেষকৃত্য সৌরভের

প্রতিবেশী এক দম্পতির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে সরব হয় তার পরিবার এবং এলাকাবাসী। ভাঙচুর করা হয় ওই দম্পতির বাড়ি, গাড়ি। হয় রাস্তা অবরোধও। পরে পুলিশ ওই দম্পতি অভিজিত রায় ও অম্বিকা রায়কে গ্রেফতার করে। পুলিশি জেরায় তারা খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি।গত দু'দিন ধরে চাপা উত্তেজনা রয়েছে পটাশপুরের নৈপুর গ্রামে। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা বছর বারোর সৌরভের থলে বন্দি দেহ মিলেছিল পড়শি জেলা পশ্চিম মেদিনীপুরের এক ধান খেতে। অভিযুক্তরা গ্রেফতার পরে এলাকায় উত্তজনা কিছুটা থিতিয়ে গেলেও ময়নাতদন্তের পরে সৌরভের দেহ বাড়িতে এলে ফের তা চাগাড় দিয়ে ওঠার আশঙ্কা ছিল পুলিশের। রবিবার সকালে খড়্গপুর হাসপাতালে সৌরভের দেহের ময়নাতদন্ত হয়। দেহ ওই দিন সন্ধ্যায় নৈপুরের বাড়িতে আসার কথা ছিল। সেই মতো পুলিশ এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ায়। তা সত্ত্বেও সন্ধ্যায় এলাকায় প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। তারা দেহ রাস্তায় রেখে প্রতিবাদ করতে পারে, এই আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত এগরার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মহম্মদ বদিউজ্জামানের নেতৃত্বে র‍্যাফ এবং কমব্যাট ফোর্স নামানো হয়। নৈপুর এবং লক্ষ্মীবাজার এলাকায় পুলিশ ঘিরে ফেলে। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ শববাহী গাড়ি নৈপুরে পৌঁছয়। গাড়ির আশপাশের বাইরের কোনও ব্যক্তিকে ভিড়তে দেয়নি পুলিশ। পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে বাড়িতে সৌরভের দেহ পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই মুহূর্তে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এলাকায় আরও এক দফা উত্তেজনা ছড়ায়। কিশোরের পরিবারের লোকেরা দেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। শেষে পুলিশ পরিবারকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। রাত দেড়টা নাগাদ দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সে সময় অবশ্য ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর ভিড় ছিল না। পরিবারের জনাছয়েক সদস্য শ্মশানে ছিলেন। দ্রুত শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হাত লাগায় পুলিশও। তারা জ্বালানী কাঠ শ্মশানে পৌঁছে দেয়। পুলিশি নিরাপত্তায় রাত আড়াইটা নাগাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ইরানের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ইরানের রাষ্ট্রপতি ডঃ সৈয়দ ইব্রাহিম রাইজির সঙ্গে টেলিফোনে মতবিনিময় করেছেন।

পশ্চিম এশিয়ার কঠিন পরিস্থিতি ও ইজরায়েলু হামাস দ্বন্দ্ব নিয়ে মতবিনিময় করেন দুই নেতা। প্রধানমন্ত্রী জঙ্গী হামলা, হিংসা ও সাধারণ মানুষের জীবনহানির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইজরায়েল - প্যালেস্তাইন বিষয়ে তিনি ভারতের দীর্ঘ দিনের দৃঢ় পদক্ষেপের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

রাষ্ট্রপতি রাইজি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেন। উভয় নেতাই সংঘাতের তীব্রতা কমাতে এবং মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে ও দ্রুত শান্তি-সুস্থিতি ফিরিয়ে আনার উপর জোর দেন। ইরানের রাষ্ট্রপতি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী দুই দেশের বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং এর ইতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করেন। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ আরও উন্নত করতে ইরানের চাবাহার বন্দরকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানান উভয় নেতা। ভারত ও ইরান আঞ্চলিক শান্তি, সুস্থিতি ও নিরাপত্তার স্বার্থে দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতেও সম্মত হয়।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার
সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা
সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে
যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়িতে 'হামলা

বর্ধমান: নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়িতে 'হামলা'। অভিযোগ, প্রদীপ মজুমদারের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর হয়। জানালার কাঁচ, বারান্দা, দরজায় ভাঙচুর চলে। মঙ্গলবার বিকেলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষ হাতে ধাতব অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার গোতানের কামারহাটি গ্রামের বাড়িতে বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে। পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় মাধবডিহি থানার গোতান গ্রামে। রাতে উন্মত্ত জনতা এসে বিক্ষোভ দেখায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই গ্রামেই বাড়ি রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের। যদিও মন্ত্রী বর্তমানে এখানে নেই। তিনি দুর্গাপুরে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক শম্পা ধাড়া জানান, 'মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও হয়নি। মন্ত্রীর পুকুর অন্য কেউ চাষ করে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে মাছ ধরা নিয়ে এক আদিবাসী যুবকের বিবাদ হয়েছিল।' মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও বাড়ি ঘেরাওয়ের কথা অস্বীকার করেন।

পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার দুপুরে।

মন্ত্রীর বাড়ির পুকুর থেকে এক আদিবাসী যুবক মাছ চুরি করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ তাঁকে ওই পুকুরের দেখভালের দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি মারধর করে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবককে হুগলির আরামবাগ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ে। ওই দিন রাতেই গ্রামে বিক্ষোভ দেখায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দেয়। এদিন বিকেলে ফের জমায়েত হন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ জন। মন্ত্রীর বাড়ি ভাঙচুর করে।

পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়িতে 'হামলা

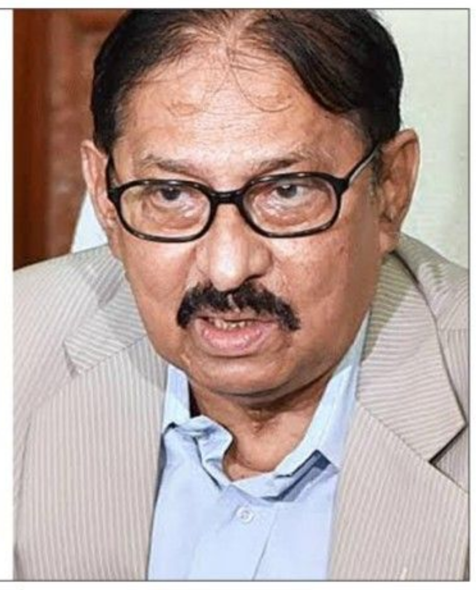

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পাশে দাঁড়ালেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় ইডির হেফাজতে থাকা মন্ত্রী প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "তদন্ত করার অধিকার রয়েছে পুলিশের (ইডি)। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক নিজেই বার বার নিজেকে নির্দোষ বলছেন। প্রসঙ্গত, ২৬ অক্টোবর ইডির হাতে গ্রেফতার হন বনমন্ত্রী। রেশন দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডির হেফাজতে থেকেই বালু দাবি করেছেন, তিনি নির্দোষ। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তা জানেন বলেও দাবি করেছেন মন্ত্রী। সেই ঘটনার পর তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছে দলের একাংশ। তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম প্রকাশ্যেই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু চুপ ছিলেন স্পিকার। মঙ্গলবার হাবড়ার বিধায়ক প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় তাঁর পাশেই দাঁড়ালেন স্পিকার। এখনও বিধানসভায় তালাবন্দি রয়েছে জ্যোতিপ্রিয়ের ঘর। মন্ত্রিসভাতেও রয়ে গিয়েছেন জেলবন্দি বালু। বুধবার নবান্নে তাঁকে ছাড়াই বসবে মন্ত্রিসভার বৈঠক। সোমবার জ্যোতিপ্রিয়কে ১৩ তারিখ পর্যন্ত ইডির হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।আমারও মনে হয় জ্যোতিপ্রিয় যে কথা বলছেন তার সারবত্তা রয়েছে।" স্পিকার আরও বলেন, "এত জোর দিয়ে তিনি নিজের বিষয়ে কথা বলছেন। দেখা যাক আগামী দিনে কী হয়। জ্যোতিপ্রিয় প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি, তিনি অত্যন্ত খোলা মনের মানুষ। ওঁর কোনও ইনভল্ভমেন্ট থাকলে তদন্ত হবে।"

তালাবন্দি থাকা ফ্ল্যাট হস্তান্তর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়

জেলবন্দি কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটে হানা ইডির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন বন্টনে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে রাজ্যজুড়ে চষে বেড়াচ্ছে ইডি। চলছে ম্যারাথন তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ। গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক । একইসঙ্গে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তেও উঠেপড়ে লেগেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি।যাঁর বিরুদ্ধে সাড়ে ১৯ কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন তাপস মণ্ডল। পরে ইডি চার্জশিটে চাঞ্চল্যকর দাবি করে। নিয়োগ দুর্নীতিতে টাকা তোলায় কুন্তল ছিলেন একাই একশো। মানে তিনি একাই বাজার থেকে তুলেছিলেন একশো কোটি টাকা। সেই কুন্তল ঘোষকে যে ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, মঙ্গলবার ফের সেখানে পৌঁছে গেল ইডি।

সূত্রের খবর, বহিষ্কৃত যুব তৃণমূল নেতা দাবি করেছিলেন তিনি ওই ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন। সেটাই কি সত্যি ? নাকি বেনামে ওই সম্পত্তি ছিল কুন্তল ঘোষেরই, যা এখন হস্তান্তর করে দেওয়া হয়েছে ? এর সঙ্গে কুন্তলের ঘনিষ্ঠ বা পরিবারের কেউ যুক্ত আছেন কি ? সূত্রের খবর, এসব বিষয় খতিয়ে দেখছে ইডি। আর এই আবহে আচমকা শিরোনামে চলে এল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত বহিষ্কৃত যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের নাম।

চলতি বছর ২১ জানুয়ারি, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগে রাজারহাটের এক অভিজাত আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন কুন্তল। তার প্রায় ১০ মাস পর, মঙ্গলবার সাতসকালে সেই ফ্ল্যাটে হানা দিলেন ইডির আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে খবর, রাজারহাটের ওই ফ্ল্যাট হস্তান্তর হয়ে গিয়েছে জানতে পেরে সেখানে অভিযান চালানো হয়।ইডি সূত্রে খবর, ৯ তলার ওই ফ্ল্যাট তালাবন্ধ ছিল। আবাসনের অফিসে গিয়ে কথা বলেন ইডির আধিকারিকরা। তাঁদের দাবি, কুন্তল ঘোষের গ্রেফতারির পর ওই ফ্ল্যাটটি অন্য কেউ কিনেছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রসাদ সিন্হা, অশোক সাহা, দুই মিডলম্যানের পরে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দশম গ্রেফতারি ছিল কুন্তল ঘোষ।

মধ্যপ্রদেশে ভোটপ্রচারে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মধ্যপ্রদেশে ভোটপ্রচারে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল। উলটো দিক থেকে আসা বাইককে বাঁচাতে গিয়ে অন্য একটি গাড়িকে ধাক্কা মারল মন্ত্রীর গাড়ি। ঘটনায় এক যুবকের প্রাণহানির খবর পাওয়া যাচ্ছে। পাঁচ জন আহত হয়েছেন। তবে মন্ত্রীর নিজের চোট সামান্যই।ওই দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা সংকটজনক। আহতদের মধ্যে মন্ত্রীর টিমের এক সদস্যও আছেন। সামান্য চোট পেয়েছেন মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল নিজেও। তবে সেই চোট তেমন গুরুতর নয়। আহতদের চিকিৎসা চলছে। কমল নাথের নিজের জেলায় মন্ত্রীর কনভয়ে ওই দুর্ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানারকম প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ওই বাইকটি ভুল সাইডে কী করে এল? এটা নিছক অসাবধানতা নাকি অন্য কিছু, সবটাই তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল মঙ্গলবার কমল নাথের নিজের জেলা ছিন্দওয়াড়ায় দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি রোড শো করেন তিনি। ফেরার পথে উলটো দিক থেকে ভুল সাইডে আশা একটি বাইক হঠাত তাঁর গাড়ির সামনে চলে আসে। চালক কোনওক্রমে ব্রেক কষে ওই বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ালেও কনভয়ে থাকা অন্য একটি গাড়ি ধাক্কা মারে মন্ত্রীর গাড়িতে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩০৩ সংখ্যা ০৮ নভেম্বর, ২০২৩ বুধবার ২১ কার্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ডায়মন্ড হারবারে নওশাদকে সমর্থন সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপির

লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার। এই কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু চব্বিশের ভোটে কি এই কেন্দ্রের রাজনৈতিক চিত্র বদলাবে?বিরোধী জোটের এসব বক্তব্য শুনে শাসকদল কেবলই দূর থেকে হাসছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'এটা বিজেপি স্পন্সরড একটা চক্রান্ত। সিপিএম, কংগ্রেস, আইএসএফ শামিল। আসলে পিপীলিকার পক্ষ ওড়ে হারিবার তরে। তবে নওশাদ ওখানে দাঁড়াক। ভালোই তো হবে। হারটা ভালোভাবে দেখা যাবে। বিজেপির গলার কাঁটা তো অভিষেক। তাঁকে হারানোর খেলায় মেতেছে সবাই। ওরা আসলে বিজেপির বি-টিম। আরে ডায়মন্ড হারবারের সবাই জানেন, অভিষেক ওখানে কী কাজ করেছেন। কোভিডের সময় কীভাবে সকলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ওঁকে হারানো এত সহজ নয়।' সবমিলিয়ে লোকসভা নির্বাচনে 'ডায়মন্ড ব্যাটল'-এ নজর সবপক্ষের।ভোট ভবিষ্যত নিয়ে সেই আলোচনার অনেকাংশেই জায়গা করে নিচ্ছে বিরোধী শিবির। আর এখানেই টুইস্ট! 'ডায়মন্ডে'র ষড়ভুজ না হলেও, চতুর্ভুজের চক্রব্যুহে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে ধরার পরিকল্পনা বিরোধীদের।

ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে রেকর্ড ভোটে দুবার জিতেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে কাজের নিরিখে তিনি ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয়। সেখানকার উন্নয়নে গত ১০ বছরে তাঁর কাজের বিচার করবেন জনতা। বিরোধী শিবির যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করাবে, সেটাই স্বাভাবিক। অনেক রকম সমীকরণ কাজ করবে সেক্ষেত্রে। ডায়মন্ড হারবারের বিস্তীর্ণ এলাকা সংখ্যালঘু। আর সেখানে বিরোধীদের তুরুপের তাস তরুণ, জনপ্রিয় নেতা তথা আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। বেশ কয়েকদিন ধরেই সেখানে তাঁর নাম নিয়ে আলোচনা করছে রাজনৈতিক মহলে। আর সেই নাম ভাসিয়ে দেওয়ার কারিগর রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তিনিই এক সভায় চ্যালেঞ্জের সুরে বলেছেন, 'ডায়মন্ড হারবারে ভাইপোকে হারাব। দরকার হলে অন্য লোক দাঁড় করিয়ে হারাব।' এর পর দিনই নওশাদ এক সংবাদমাধ্যমে জানান, দল চাইলে তিনি ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়াবেন।

এর পরই নওশাদের নাম নিয়ে জল্পনা আরও জোরদার হয়। এখানে আবার কাজ করছে সিপিএম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোটের সংযুক্ত মোর্চা জোট। কারণ, একুশের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই জোটের শিবরাত্রির সলতে নওশাদ সিদ্দিকি । সংখ্যালঘু ভাঙড়ে তৃণমূলকে হারিয়ে বিধানসভায় পৌঁছেছেন আইএসএফের এই নেতা। লোকসভার লড়াইয়ের তাঁর উপর ভরসা রাখতে বিশেষ দ্বিধা করছেন না জোটের বাকি শরিকরা। তেমনই বক্তব্য শোনা যাচ্ছে বিরোধী নেতাদের গলায়।

বিজেপির তরফে শুভেন্দু বাদ দিলেও নওশাদের পক্ষে কথা বলেছেন মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। নওশাদকে 'ভালো ছেলে' বলে প্রশংসা করেছেন। বারাসতে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'নওশাদ দাঁড়াতেই পারেন, সেটা তাঁর স্বাধীন সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। তবে তৃণমূল-বিজেপিকে হারাতে একজোট হতে হবে। নাহলে সমূহ বিপদ।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য, 'নওশাদ ওখানে দাঁড়ালে দাঁড়ালে, খোকাবাবুর জন্য লড়াই কঠিন হবে।'

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

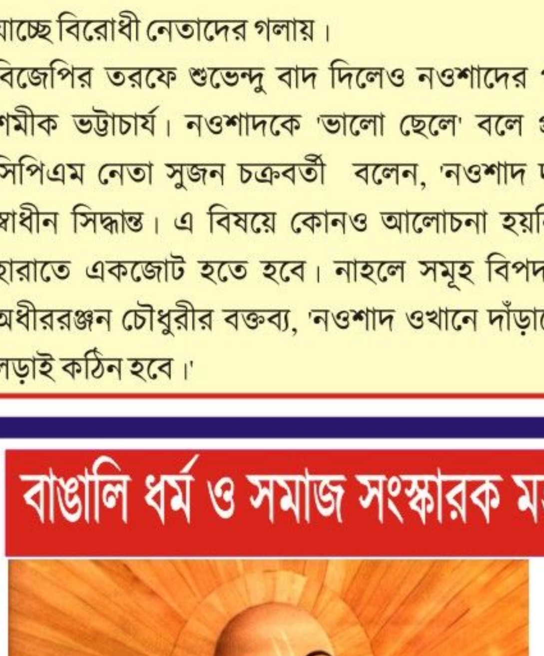

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেনডাঙ্গা-সুনডেঙ্গা / সুনেঙা-সোনডাঙ্গা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এখনও কেউ কেউ সুনেঙাই বলে থাকেন। এই বর্তমান সোনডাঙ্গার অন্তর্গত কয়েকটি বাসস্ট্যান্ড এর নাম ইন্দিরাপল্লী, পান্ডবতলা যাকে বিকৃত করে বলা হয় ইন্দ্রাপল্লী, পন্ডপতলা। আবার শ্রীমায়াপুর ডাকঘরের অন্তর্গত মোল্লাপাড়া যাকে বিকৃত করে বলা হয় মুল্লাপাড়া, সরকারিভাবে মোল্লাপাড়া হওয়া সত্ত্বেও।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মুনি ঋষিদের বংশধর বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

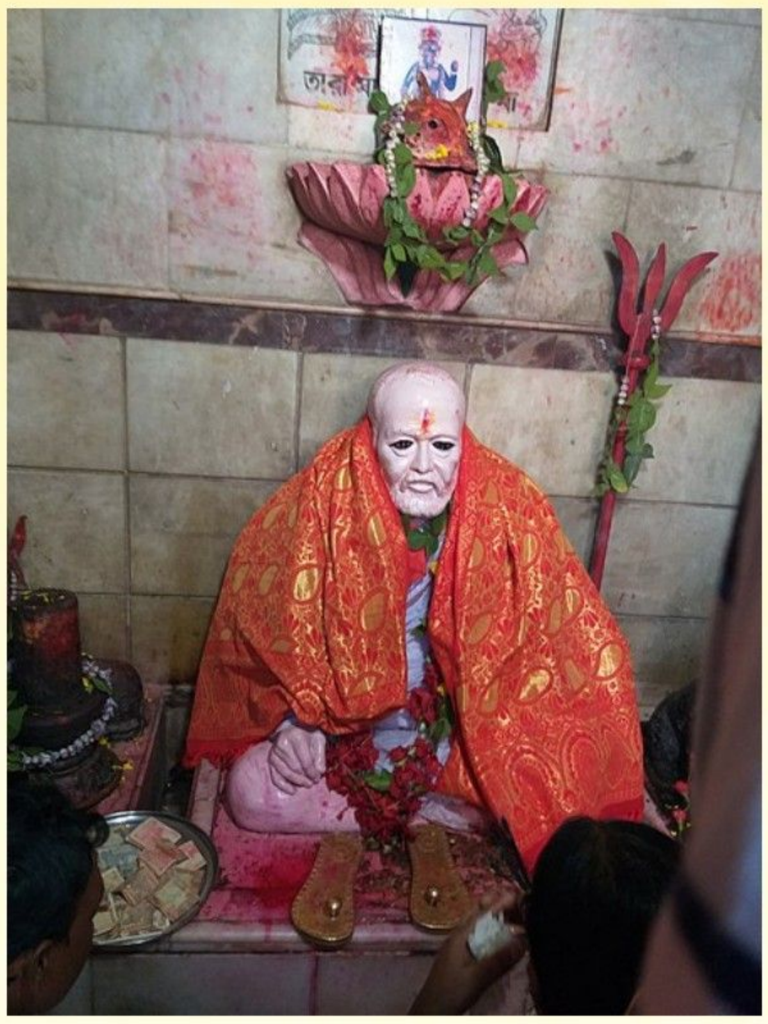

রাজ্য রাজনীতি দেখুন খুনের মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে, দুষ্ট লোক তৎকালীন সময়ে বামদেবের আমলে হয়েছিল আজকের যুগেও তেমনি দুষ্ট লোক রজনীতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সত্যি ভালো মানুষগুলো আজ যেন সেই অত্যাচারী মানুষের হাতে অত্যাচারিত চলছে। আর বামদেবের সেই বড় মা আজও বাংলার এই অত্যাচারী মানুষগুলোর হাত থেকে রক্ষা করছে। স্বয়ং সিদ্ধ পিঠে যোগীদের আশ্রয়স্থল বামদেব মাতারা আবির্ভূত করেছিল চন্ডিপুরে। বীরভূমের চন্ডিপুর আজ একটি সিদ্ধ প্রতিষ্ঠান মহাস্থান হিসেবে ঘোষণা হয়েছে তারাপীঠ মহাপীঠ নামে। দিনের-পর-দিন কলম ধরছি তারাপীঠের জন্য কিন্তু মা তারা একটু একটু করে হয়তো মুখ তুলে তাকিয়ে আছে বিশ্বের দিকে । অত্যাচারী বিনাশ করার জন্য, মহামারির কবলে পড়ে ধ্বংস হচ্ছে মানব জাতি,দিশেহারা হয়ে পরছে অতি সাধারণ মানুষ গুলো।আমরা নিজের আদিম সত্তাকে ভুলে গেছি, নিজের সত্তার ইতিহাস হয়তো আমরা অনেকেই জানিনা। এ কথাটি লেখার আগে আমার স্মৃতিতে স্মৃতিচারণ হচ্ছে বারবার লেখার সত্তার ইতিহাসের কথা,স্বপন সরদার একজন সরকারি কর্মচারী তার সন্ধিক্ষণে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বহুমুখী প্রতিভা পূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব,সারা ভারতবর্ষের আদিবাসীদের সাদরি ভাষার তিনি একজন গবেষক।তিনি একটি লেখাকে কতটা সমৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হয় সেটি আমাকে খুব ছোট থেকে শিখিয়েছিলেন।শিক্ষা ও জানার শেষ কোথাও নেই, তাই ভারতবর্ষের মনিঋষিদের বংশধর বাংলার বামাক্ষ্যাপা যা আজ বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয়।ভারত বর্ষ মুনি-ঋষিরা যেভাবে বংশ বিস্তার করেছিলেন তার কিছুটা কথা আজ উল্লেখযোগ্য বিষয় আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসে। পৃথিবী যে একদম পুরোটাই ভারতবর্ষ ছিল তারও প্রমান খুব সহজেই পাওয়া যায় শাস্ত্র থেকে । উপরোক্ত গবেষণামূলক প্রতিবেদন থেকে অনেক গবেষকগণ স্বীকার করতে এখন আর দ্বিমত করে না।

এক সময় ধীরে ধীরে সেই ভারতবর্ষ ভেঙ্গে গড়ে সাতটি পৃথক মহাদেশ এবং বহু দেশ। মূলত, ককেশাস নামক স্থানকে বলা হয় শ্বেত মানবদের উৎপত্তি উৎস হিসেবে । বর্তমান বিশ্বের পশ্চিমা জগতের যেসব সাদা লোকদের দেখতে পাওয়া যায় তাদের উত্তরসূরীদের বসতি ছিল এই ককেশাস (coucasus) নামক স্থানে ।, মোসলেম এবং খ্রিষ্টানদের মতে এ স্থানেই ছিল স্বর্গের উদ্যান এটি হল আব্রাহামের বসতভূমি । যেটিকে ইন্দো ইউরোপীয়ান ককেশিয়ানদের পিতৃভূমি হিসেবে মনে করা হয় । তৈত্তিরীয় (অরঃধৎবুধ) উপনিষদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে । ব্রহ্মার পুত্র মরিচীর পুত্র ছিল কশ্যপ মুনি । ১২০ মিলিয়ন বছর পূর্বে কশ্যপ মুনি ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের পিতা হয়েছিলেন ।এসমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের কিছু পৃথিবীর পশ্চিমে গেল আর কিছু গেল পূর্বে । কশ্যপ মুনি স্বয়ং ক্যাসপিয়ান সাগরের নিকটে ধ্যান মগ্ন হয়ছিল । যার বর্তমান নামকরণ অর্থাৎ ক্যাসপিয়ান সাগর ঐ কশ্যপ মুনির নামেই নামকরণকৃত । সূর্যদেব বিবস্বান ছিলেন কশ্যপ মুনির পুত্র যার স্ত্রী ছিলেন অদিতি । সূর্যদেবের অস্তিত্ব যে পশ্চিমা দেশেও ছিল তার প্রমাণ এখন পৃথিবীর অনেক স্থানে সূর্যদেবতাকে পূজার প্রচলন ।

কশ্যপ মুনি এবং দিতি থেকে সৃষ্ট দৈত্যরা তখন ইউরোপ জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল । বর্তমানের টাইটানস (Titans) এবং টিউটনস (Teutons) ডাচ এবং ডিউটস্চল্যান্ড (Deutschland) এ নামগুলো দেয়া হয়েছে 'দৈত্য' শব্দ থেকে । এ থেকে দৈত্যদের অবস্থান যে একসময় ছিল তার প্রমাণ মেলে । ব্রহ্মার আরেক পুত্র অত্রি থেকে সোম বা চন্দ্র হয় । চন্দ্রের পুত্র বুদ্ধের পুত্র ছিল পুরুরভ ।এভাবে বংশানুক্রমে আয়ু নহুম এবং পরে যথাতির জন্ম হয় । যথাতির পাঁচ সন্তান ছিল । 'যদু' থেকে বেড়ে উঠে যদুবংশ যেখানে কৃষ্ণ বলরাম আবির্ভূত হয় এবং পুরু থেকে বেড়ে উঠে পুরুবংশ (যে বংশে কৌরব এবং পান্ডবরা জন্মেছিল) যারা হল ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুন, যুদিষ্টির, ভীম, দূর্যোধন এবং মহারাজ পরিক্ষিত জন্ম নেয় । পুরু তখন বর্তমান মিশর স্থানটি পেয়েছিলেন তার রাজ্যের শাসনভার হিসেবে । পুরুর পুত্র ছিল প্রভির এবং প্রভিরের পুত্র ছিল মানুষ্য (গধহধঁ) যাকে মেনেস নামে ডাকা হত। যিনি পশ্চিমা ইতিহাসবিদদের মতে মিশরের প্রথম বংশের প্রতিষ্ঠাতা । পুরুর বংশ এভাবে ফারাও রাজা পর্যন্ত অতিবাহিত হয়েছিল । মিশরকে অজপতি নামে নামকরন করা হয় । এই অজ জাতের পুত্র ছিল অজপতি । অপরদিকে অজ ছিল ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের পিতামহ রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়ছিল সূর্যবংশে, সূর্যদেবের আরেক নাম রবি । 'র' তখন মিশরে সূর্য বংশের একটি শাখার অন্তর্গত ছিলেন । সেখানকার রাজা হলেন রামেস । যেটি রাম-ইস ভগবান শ্রী রামচন্দ্র থেকেই নামকরণকৃত । পান্ডব পরিবারবর্গও একসময় মিশর এবং ইউরোপে এসেছিল যা এখন সাগরে নিমজ্জিত হয় । এভাবে পিরামিডের গায়ে বৈদিক সংস্কৃতির ছোঁয়া এখনও দেখতে পাওয়া যায় তার বিবরণ আমি পরবর্তী পোষ্টে দিব ।পরবর্তীতে তারা বর্তমানের ইসরাইলে গমন করে । যেটিকে বিশ্লেষন করলে দাঁড়ায় ইশ্বরাভলয় (ভূমি) তার অর্থ ইশ্বরের বাসস্থান । সুতরাং ইসরাইল ও তখন বৈদিক সংস্কৃতির সুরে নামকরণকৃত হয়েছিল ।

যযাতির তিনজন পুত্র বর্তমান ভারতের বাইরে যে দুটি রাজ্য পেয়েছিল সেগুলো হল তুর্কি এবং তুর্বাসা । যবনরা পেয়েছিল তুর্কি এবং তুর্বাসা পেয়েছিল ফার্সিয়া ইত্যাদি । মহাভারত অনুসারে (আদিপর্ব ৮৫.৩৪) তুর্বাসা দুর্যোধনের হয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিল ।অপরদিকে অনু পেয়েছিল গ্রীক এবং ইতালী । পরশুরামের বংশদূতরাও একসময় মিশরের রাজা ছিলেন । পরশুরাম ও যদু বংশজাত যাদের কিছু ইউরোপ এবং এশিয়াতেও এসেছিল । এর পরবর্তীতে বৈদিক সংস্কৃতির প্রধান নীতি বর্ণাশ্রম ধর্ম বিভিন্ন কারনে হারিয়ে যায় । মহাভারত (আদিপর্ব ১৭৪.৩৮) অনুসারে ভীম এবং সহদেব পুলিন্দ (গ্রীকদের) জয় করেছিল কেননা তার ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল এর বাইরেও বিভিন্ন দেশে বর্তমান ক্ষেত্রেও সংস্কৃতির ব্যবহারটাও অপরিসীম ।বর্তমান 'নরওয়ে' দেশটির নাম সংস্কৃত শব্দ 'নরক' থেকে এসেছে । 'সোভিয়াত' এসেছে 'শ্বেত' থেকে । 'রাশিয়া' 'ঋষি' থেকে এসেছে, এভাবে সাইবেরিয়া শব্দটিও সংস্কৃত থেকে আগত । 'স্ক্যান্দিনাভিয়া' 'স্কন্দ' থেকে এসেছে । যিনি দেবতাদের প্রধান কমান্ডার হিসেবে ছিলেন । (Viking Ges king) শব্দ দুটি এসেছে সিংহ থেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে যে বৈদিক সংস্কৃতির বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ ইউরোপ জুড়ে আবিষ্কৃত কৃষ্ণ, শিব, সূর্যদেব সহ আরও বিভিন্ন মূর্তি ।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ভেঙে পড়েছেন বিদ্যা বালান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালানকে প্রথম সিনেমায় সুযোগ করে দেন জনপ্রিয় নির্মাতা গৌতম হালদার। শুক্রবার (৩ নভেম্বর) না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন তিনি। তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ শোবিজের তারকারা। নির্মাতার মৃত্যুতে রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন বিদ্যা বালানও।

জানা গেছে, গৌতম নির্মিত 'ভালো থেকো' সিনেমার মাধ্যমেই চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় বিদ্যার। গুরুর মৃত্যুসংবাদ বিদ্যার কাছে পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগেনি। মূলত 'গুরু'কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতেই কলকাতায় গেছেন তিনি। সেখানে তার মরদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন এই নায়িকা।

কলকাতাকে সবসময় তার 'দ্বিতীয় বাড়ি' মনে করেন বিদ্যা। কারণ, এই শহরেই তার অভিনয়ে হাতেখড়ি। মৃত্যুর খবরটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব কাজ ফেলে কলকাতায় আসেন বিদ্যা।

ভারতীয় গণমাধ্যমে তিনি জানান, গৌতম হালদারের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকতে কলকাতায় এসেছেন বিদ্যা। তবে অভিনেত্রী কলকাতায় পৌঁছনোর পর তার কর্মসূচি কী হতে চলেছে, সেই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে মুক্তি পায় গৌতম হালদার পরিচালিত সিনেমা 'ভালো থেকো'। টালিউডের বিশিষ্ট চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'জন্মদিন' গল্পটি অবলম্বনে নির্মিত হয়েছিল সিনেমাটি। এতে আনন্দীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিদ্যা। ছবিটি সেরা অডিয়োগ্রাফি, সেরা সিনেমাটাগ্রাফির জাতীয় পুরস্কারসহ বিশেষ জুরি পুরস্কারও জিতে নেয়।

কোহলির দুঃসময়ে কেবল পাশে ছিলেন আনুশকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলমান ওয়ানডে বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে রয়েছেন বিরাট কোহলি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামার পূর্ব পর্যন্ত ৬ ম্যাচে ব্যাট হাতে ৩৫৪ রান করেছেন তিনি। এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পেছনে বড় অবদান রেখে চলেছে কোহলির পরিশ্রম। তেমনিভাবে পরিবারের সদস্যরাও অনেক অবদান রাখেন। বিশেষ করে বাজে সময়ে কোহলিকে মানসিকভাবে দৃঢ় রাখার কাজটি করে গেছেন স্ত্রী আনুশকা শর্মা।

ভারতের অধিনায়ক থাকাকালে শেষ দিকে ব্যাপক বির্তকের মধ্যে পড়েছিলেন কোহলি। ব্যাট হাতে রানখরা কাটাতে না পারায় অনেক সমালোচনাও শুনতে হয়েছিল তাকে। সেই দুঃসময়ে কোহলি পাশে পেয়েছেন আনুশকাকে। মানসিকভাবে স্ত্রী পাশে থাকায় সহজেই সেই সময়টুকু কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন তারকা এই ব্যাটসম্যান। আর এ কথা স্বীকার করেছেন খোদ কোহলি নিজেই।

ভারতের এই তারকা ক্রিকেটার বলেন, 'যখন কেউ পাশে নেই, বিশ্বাস পর্যন্ত করছে না, কথাও শুনছে না, তখনও কিভাবে পাশে দাঁড়াতে হয় তা শিখিয়েছে আনুশকা। ও সব সময় বলে, যদি সত্যের পথে থাকি তাহলে কোনো কিছু নিয়েই চিন্তা করতে হবে না। জটিল, কঠিন পথ নিজেই ঠিক হয়ে যাবে।'

কোহ্লি আরও বলেন, 'যখন আনুশকা মা হয়, তখন তার মধ্যে মায়ের মনের জোর অনুভব করা যায়। একা হাতে বাচ্চা সামলানো থেকে শুরু করে সব কিছু করেছে সে। এমনকি থেমে থাকেনি তার সিনেমাও।'

সত্যিই কি ঐশ্বরিয়ার সংসারে ভাঙনের সুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত ১ নভেম্বর ৫০ বছরে পা রেখেছেন বিশ্বসুন্দরীর মুকুট জেতা ঐশ্বরিয়া রাই। বিশেষ এই দিনে স্বামী অভিষেক বচ্চনের কাছে উপেক্ষিত হওয়ার খবর এসেছে ভারতীয় গণমাধ্যমে। বলা হচ্ছে, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের সংসারে বেজে উঠেছে ভাঙনের সুর। আগে থেকেই শাশুড়ি আর ননদের সঙ্গে তার সম্পর্কের তিক্ততার কথা অনেকবার সামনে এসেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, এবার ঐশ্বরিয়ার ৫০তম জন্মদিন তেমন কিছুই করতে দেখা যায়নি অভিষেককে। জন্মদিনের উদযাপন ছিল একেবারেই ফিকে। এমনকি, জন্মদিনে ঐশ্বরিয়ার পাশে ছিলেন না অভিষেক। শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জীবনসঙ্গিনীর একটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। যার ক্যাপশনে কোট করে লিখেছেন মাত্র দুটি শব্দ-'শুভ জন্মদিন'; যা দেখে নেটিজেনরা বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করতেও পিছিয়ে যাননি।

একই সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন, তাদের সম্পর্কের সুতো ছিঁড়ে গেছে কিনা? যদিও নেটিজেনদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া কখনোই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেননি তারা। তাই এই বিষয় নিয়েও মুখ খোলেননি। এদিকে, জল্পনা ছড়িয়েছে সত্যিই কি ভেঙে যাচ্ছে ঐশ্বরিয়ার সংসার।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বচ্চন পরিবারের অন্দর মহলে চলছে শাশুড়ি-পুত্রবধূর বাগ্‌যুদ্ধ, যা একে অপরের প্রতি অসন্তোষ বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু শাশুড়ি জয়া বচ্চনই নন, ননদ শ্বেতা বচ্চন নন্দাও ক'দিন আগে এক টিভি অনুষ্ঠানে ঐশ্বরিয়ার স্বভাব নিয়ে সমালোচনা করেছেন।

'আমি অবাক, অনেকেই গানটি প্রচলিত বলে নিজের চ্যানেলে পাবলিশ করছে'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শিলাজিৎ মজুমদার। তার গান কেউ শোনেননি -এমন বাঙালি পাওয়া দুষ্কর। শিলাজিতের অন্যতম জনপ্রিয় একটি গান 'লাল মাটির সরানে'। এই গানটি চুরির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, নেটমাধ্যমে প্রতিবাদও জানিয়েছেন এই গায়ক।

সম্প্রতি একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যমের সূত্র হতে জানা গেছে, কিছু মানুষ 'লাল মাটির সরানে' গানটি প্রচলিত বলে দাবি করার পাশাপাশি নিজেদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপলোড করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন শিলাজিৎ। তবে এখনই কোনো আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছেন না তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে একটি পোস্টও দিয়েছেন শিলাজিৎ।

পাঠকদের সুবিধার জন্য গায়কের পোস্টটি তুলে ধরা হলো-

শিলাজিৎ লেখেন, 'আমি অবাক হয়ে গেলাম দেখে কেউ কেউ এই গানটা গেয়ে প্রচলিত বলে ছাপ মেরে পাবলিশ করছে নিজের চ্যানেল থেকে। মেমোসাইড্‌? নাকি গুরুদেবদের কাছে শেখা, ঝেপে দাও তারপর ধরা পড়লে বলো জানতাম না।

এই গানটার মধ্যে সাঁওতালি ভাষাতে যে দু-লাইন 'এ দুলৌর মায়নৃআমা ওরা ওকারে এ দুলোর ময়না তিগুন মেসেনা' এটুকু লিখে দিয়েছিল নরেন হাঁসদা, সেটুকুও প্রচলিত নয়। দেখি যদি ওনাদের শুভ বুদ্ধি কাজ করে, নইলে আমার শ্রোতারা যারা খুব ভালো করে জানেন এই গানটা আমার বাপেরও না আমার নিজের, তারাই যা বলার বলবে।

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে আমি গান গাইতে এসেছিলাম তার কারণ আমার গান একজন নিজের গান বলে চালানোর চেষ্টা করেছিল। গানগুলো রিলিজ হয়নি বলেই। কিন্তু রিলিজড গান, যেটার ডকুমেন্ট রয়েছে সেটাকে যদি আমার অধিকার থেকে চেনাতে চায় তাকে তো গান চোরও বলতে পারব না, এতো ডাকাতি? এতো সাহস? বেশ দেখা যাক।'

প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল শিলাজিৎ মজুমদারের জনপ্রিয় অ্যালবাম 'লাল মাটির সরানে'।

শীর্ষে অলরাউন্ডার জাম্পা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হাইভোল্টেজ ম্যাচে গতকাল ইংল্যান্ডকে ৩৩ রানে হারিয়ে সেমিতে ওঠার পথ অনেকটাই সুগম করেছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার এই জয়ে সবচেয়ে বড় অবদান অলরাউন্ডার জাম্পার। তার ঘূর্ণিতেই মূলত ইংলিশরা হেরে গেছে। দুর্দান্ত বোলিং করেছেন তিনি। ৩ উইকেট নেয়ার আগে তিনি ব্যাটিংয়ে কার্যকরী একটি ইনিংসও খেলেন।

এদিন আগে ব্যাট করা অজিদের হয়ে ১৯ বলে চারটি চারে জাম্পা খেলেন ২৯ রানের ছোট্ট অথচ কার্যকর ইনিংস। বিশ্বকাপের চলতি আসরে ১৯ উইকেট নিয়ে এখনো শীর্ষেই আছেন জাম্পা। একইসঙ্গে এ নিয়ে ওয়ানডেতে তৃতীয়বার ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতলেন, যা বিশ্বকাপে ৩১ বছর বয়সী তারকা জন্য দ্বিতীয়বার।

গতকাল অজিদের দেয়া ২৮৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ডেভিড মালান ও বেন স্টোকসের ফিফটির পরও ৪৮.২ ওভারে ২৫৩ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ডের ইনিংস। অ্যাডাম জাম্পা সর্বোচ্চ ৩টি উইকেট নেন। এর আগে মার্নাস লাবুশেনের হাফ সেঞ্চুরিতে ৪৯.৩ ওভারে ২৮৬ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। ক্রিস ওকস ৫৪ রানে সর্বোচ্চ ৪টি উইকেট নেন। ব্যাট হাতে ১৯ বলে ২৯ রান এবং ২১ রানে ইংল্যান্ডের ৩ ব্যাটারকে সাজঘরে ফিরিয়ে ম্যাচসেরা হন অ্যাডাম জাম্পা।

আহমেদাবাদে অজিদের দেয়া ২৮৭ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে স্টার্কের করা ইনিংসের প্রথম বলেই উইকেটের পিছনে জশ ইংলিসের হাতে ক্যাচ দিয়ে বসেন জনি বেয়ারস্ট্রো। দলীয় ১৯ রানে ফিরে যান সাবেক অধিনায়ক জো রুটও। এরপর চারে নামা বেন স্টোকসকে নিয়ে দলের হাল ধরেন ডেভিড মালান। ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ ফিফটি তুলে নিয়ে কামিন্সের বলে ফেরার আগে ৬৪ বলে ৪ চার ও ১ ছয়ে করেন ঠিক ৫০ রানই। এরপর দ্রুত ফিরে যান অধিনায়ক বাটলারও। তবে মঈন আলীকে নিয়ে রানের চাকা সচল রাখেন স্টোকস।

তুলে নেন ওয়ানডেতে নিজের ২৩তম অর্ধশতক। কিন্তু দলীয় ১৬৯ রানের মাথায় জাম্পার বলে স্টয়নিসের হাতে ক্যাচ দিয়ে বসেন স্টোকস। ৯০ বলে ২ চার ও ৩ ছয়ে তিনি করেন ৬৪ রান। এরপর ক্রিজে বেশিক্ষণ স্থায়ী হননি লিভিংস্টন ও পরে মঈন আলীও। ৪৩ বলে ৬ চারে ৪২ রান করে জাম্পারই শিকার হয়ে ফেরেন মঈন। শেষদিকে ওকসের ৩২ ও রশিদের ২০ রান শুধু পরাজয়ের ব্যবধান কমাতে সাহায্য করে। অজিদের হয়ে অ্যাডাম জাম্পা তিনটি, স্টার্ক, কামিন্স ও হ্যাজলউড ২টি করে উইকেট নেন।

বিশ্বকাপ ধামাকা

চোট নিয়েই 'ম্যাক্সি'মাম

ম্যাজিক ইনিংস, অবিশ্বাস্য জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়া ড্রেসিংরুমে লেখা, 'আই ক্যান ডু ইট, আই উইল ডু ইট'। লেখার এই 'আই' হয়ে উঠলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। বিশ্বকাপের মঞ্চে অস্ট্রেলিয়া সর্বাধিক ২৮৬ রান তাড়া করে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। আফগানদের হারাতে হলে রেকর্ড গড়তে হত। বোর্ডে ২৯২ রানের লক্ষ্য। নবীন উল হক এবং আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের অনবদ্য বোলিং। সঙ্গে যোগ দেন স্পিনাররা। মাত্র ৯১ রানে ৭ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকে জয়! ছয় মেরে ডাবল সেঞ্চুরি এবং ম্যাচ ফিনিশ করেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তাঁর অবিশ্বাস্য ইনিংসে সেমিফাইনালও নিশ্চিত অস্ট্রেলিয়ার। ম্যাচের আগের দিন সচিন তেন্ডুলকরের পরামর্শ। মাস্টার ব্লাস্টারের উপস্থিতি বাড়তি প্রেরণা জুগিয়েছে আফগান শিবিরকে। মাঠের পারফরম্যান্সে সেটাই দেখা গেল। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আফগান ক্রিকেটের নতুন অধ্যায়। সামনে পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এর আগে তিন সাক্ষাতে তিন বারই হার। গত দুটি ওডিআই বিশ্বকাপের মঞ্চে অস্ট্রেলিয়ার কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছে আফগানরা। এ বারের বিশ্বকাপে অবশ্য নতুন আফগান টিমকে দেখা গিয়েছে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চমক দিয়েছিল তারা। অঘটন হিসেবেই দেখা হয়েছিল সেই ম্যাচ। তবে অঘটন বারবার হয় না।

প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাকেও হারায়। তিনটি চ্যাম্পিয়ন দলকে হারানো, গত ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে সেমিফাইনালের স্বপ্ন আরও উজ্জ্বল করেছিল আফগানিস্তান। তবে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে কঠিন ম্যাচে নেমেছিল তারা। গত তিন ম্যাচে রান তাড়া করে সাফল্য পেয়েছে আফগানিস্তান। অজিদের বিরুদ্ধে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন আফগান অধিনায়ক। অধিনায়কের সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণ করেন আফগান ব্যাটাররা। বিশেষ করে বলতে হয় ইব্রাহিম জাদরানের কথা। টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন ইব্রাহিম। অবশেষে বিশ্বকাপের মঞ্চে সেঞ্চুরিও করেন। ১২৯ রানে অপরাজিত থাকেন ইব্রাহিম জাদরান। শেষ দিকে ১৮ বলে ৩৫ রানের ক্যামিও ইনিংস রশিদ খানের।

অস্ট্রেলিয়াকে ২৯২ রানের বড় লক্ষ্য দেয় আফগানিস্তান। ওয়াংখেড়েতে স্পিনের জন্য বাড়তি সুবিধা নেই। আফগানিস্তান একাদশে চার স্পিনার। রশিদ খান, মুজিব উর রহমান, মহম্মদ নবিরা যে কোনও মাঠেই ভয়ঙ্কর। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পারতেন তিন ব্যাটার। ট্রাভিস হেড, ডেভিড ওয়ার্নার এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। প্রথম দু-জন স্পিন আক্রমণ শুরুর আগেই পয়াভিলিয়নে।

ব্যক্তিগত ৩৩ রানে ম্যাক্সওয়েলের ক্যাচ ফসকান মুজিব উর রহমান। একটি এলবির ক্ষেত্রে রিভিউতে বাঁচেন। এরপরই ম্যাক্সির তাণ্ডব। মাত্র ৭৬ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ম্যাক্সওয়েল। পায়ে চোট থাকায় ঠিকঠাক দৌড়তে পারছিলেন না। বড় শটেই ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান ম্যাক্সি। আফগানিস্তানের মেন্টর অজয় জাডেজা বার্তা পাঠান টিমকে। তাতেও ম্যাক্সিকে আটকানো যায়নি। ৪১ তম ওভারে ক্র্যাম্পে মাঠেই শুয়ে পড়েন। ফিজিও আসেন দ্রুত। তাঁকে মাঠ ছাড়ার পরামর্শও দেওয়া হয়। যদিও ম্যাক্সি মাঠ ছাড়েননি। রান নিতে পারছিলেন না। বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারিতেই বেশির ভাগ রান। খুব প্রয়োজনে হেঁটে রান নিয়েছেন। একার হাতেই ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। দলের রান ২৯৩ এর মধ্যে ম্যাক্সওয়েল ১২৮ বলে ২০১ রানে অপরাজিত।

নেইমারের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন, মাঠে ফিরবেন কবে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নেইমারের বাম হাঁটুর চোট সারাতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে বলেও জানা গেছে। তবে ব্রাজিলের এই তারকা ফরোয়ার্ড কবে নাগাদ মাঠে ফিরতে পারবেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। বেলো হরিজন্তের হাসপাতালে বৃহস্পতিবার (০২ নভেম্বর) ব্রাজিল জাতীয় দলের সার্জন রদ্রিগো লাসমারের অধীনে অস্ত্রোপচার হয়েছে নেইমারের। ইএসপিএন তাদের সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের চিকিৎসকরা ধারণা করছেন যে আগামী কোপা আমেরিকার আগে সুস্থ হবেন নেইমার। যুক্তরাষ্ট্রে টুর্নামেন্টটি শুরু হবে আগামী জুনে। গত অক্টোবরে বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে বাজেভাবে ফাউল করা হয় নেইমারকে। চোখে জল নিয়ে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন সাবেক বার্সেলোনা তারকা। দেশটির ফুটবল ফেডারেশন তখনই জানিয়েছিল, অস্ত্রোপচার করাতে হবে নেইমারের। অস্ত্রোপচারের পর নেইমার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তার একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে।" ব্রাজিলের হয়ে ১২৯ ম্যাচে রেকর্ড ৭৯ গোল করা নেইমার এই গ্রীষ্মেই পিএসজি ছেড়ে যোগ দিয়েছেন সৌদি আরবের দল আল হিলালে। ডান অ্যাঙ্কেলের চোট কাটিয়ে কিছুদিন আগেই মাঠে ফেরেন তিনি। পুরনো ওই চোটের কারণে নতুন ক্লাবে যোগ দিয়ে মিস করেন কয়েকটি ম্যাচও। সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটির হয়ে এখন পর্যন্ত তিনি ম্যাচ খেলেছেন কেবল পাঁচটি, গোল করেছেন একটি, আর অ্যাসিস্ট ৫টি। দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছায়ে তৃতীয় স্থানে থাকা ব্রাজিল চলতি মাসে কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলবে।

নরক যন্ত্রণা কাটিয়ে বিশ্বকাপে রঙিন শামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : উজান গাঙে বৈঠা ঠেলে তীর পাওয়া মাঝি মোহাম্মদ শামি, যাঁকে নিয়ে গল্প করা যায়। ব্যক্তি জীবনে দুর্দশা, ম্যাচ পাতানোর অভিযোগ, সেখান থেকে হতাশা, সঙ্গে ইনজুরির ঝক্কি-ঝামেলা, কি ছিল না তাঁর ক্যারিয়ারে! 'যে কূল ধইরা চলেরে নদী সে কূল ভাইঙ্গা যায়' কবিতার লাইনের মতো ভেঙে পড়েছিলেন শামিও। বেছে নিতে চেয়েছিলেন আত্মহত্যার পথ। কিন্তু দুই শব্দের 'আই কুইট' বাক্য না লিখে 'বি চ্যাম্পিয়ন' পথে হেঁটেছেন ৩৩ বছর বয়সী এই ডানহাতি পেসার।

ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে কুড়িয়ে পাওয়া এক সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন মোহাম্মদ শামি। হার্দিক পান্ডিয়ার ইনজুরিতে একাদশে ঢুকে দু'বার ফাইফারসহ তিন ম্যাচে তিনি নিয়েছেন ১৪ উইকেট। বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৫ উইকেট নিয়েছেন। ওয়ানডেতে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক চারবার ফাইফার তাঁর। টানা দুই বিশ্বকাপে তিনবার করে ইনিংসে চার উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন। সব মিলিয়ে শামি যেন ভারতীয় দলের জন্য জসীম উদ্‌দীনের কাব্যগ্রন্থ 'রঙিলা নায়ের মাঝি'। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তিনিই তো 'উজান গাঙের নাইয়া'। আর এই দুই মিলিয়ে শামি 'উজান গাঙের রঙিলা মাঝি'।

হৃদয় ভাঙার গল্পে শামির ক্রিকেট শুরু। অভিযোগ আছে, রাজনৈতিক কারণে অনূর্ধ্ব-১৯ দলে জায়গা পাননি তিনি। ভাঙা হৃদয়ে নতুন স্বপ্ন বুনে উত্তর প্রদেশ থেকে কলকাতা চলে আসেন তিনি। ২০১০ মৌসুমে রঞ্জি, ২০১১ আসরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএল শুরু করেন। 'এ' দল হয়ে ২০১৩ সালে জাতীয় দলে অভিষেক তাঁর। দুঃসময় কাটিয়ে এসেছেন; এমন ভেবে প্রেমিকা হাসিন জাহানের সঙ্গে ২০১৪ সালে ঘর বাঁধেন। ২০১৫ সালে সংসারে আসে ফুটফুটে কন্যা। এরপর জীবনের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। ২০১৮ সালে স্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে যৌতুক দাবি, শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগ আনেন। এমনকি ম্যাচ পাতানোর অভিযোগ তোলা হয়!

আদালতে হাজিরা দেওয়া, ভক্তদের গালির সঙ্গে নেতিবাচক খবরে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিলেন শামি। বোর্ড পাশে থাকায় ওই দুঃসময় কাটিয়েও উঠেছিলেন। তবে ২০২০ সালে এক ভিডিওতে রোহিত শর্মার কাছে শামি স্বীকার করেছিলেন, নরক যন্ত্রণার কথা। একাধিকবার নাকি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর ব্যক্তি জীবনের হতাশার ছাপ অবশ্য মাঠে খুব একটা পড়েনি। ২০১৯ সালে শামি ভারতের হয়ে দ্রুততম ৫৬ ম্যাচে ১০০ ওয়ানডে উইকেট নেন। ওই বছরের বিশ্বকাপেও বল হাতে তিনি ছিলেন দুর্দান্ত।

শামির মানসিক দৃঢ়তা ছিল, পরিশ্রম করে গেছেন। সঙ্গে তাঁর আগুন ঝরানো বোলিংয়ের পেছনে ভূমিকা আছে ভারতের ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমির। বেঙ্গালুরুর একাডেমি ল্যাবরেটরিতে তাঁর বোলিং নিয়ে সেখানকার কোচ রীতিমতো গবেষণা করেছেন। তাঁর রানআপ কমিয়ে, রানিং মসৃণ করে, বল ডেলিভারির আগে দেওয়া লাফে পরিবর্তন এনে ঘষেমেজে তৈরি করা হয়েছে। এতে তাঁর বোলিংয়ে গতি বেড়েছে, লাইন-লেন্থ ঠিক হয়েছে। একাডেমিতে ফিটনেস নিয়েও অনেক কাজ করেছেন তিনি। ২০১৯ বিশ্বকাপের আগে আইসিসিকে সাক্ষাৎকারে তাই জাতীয় দলের বোলিং কোচের পাশাপাশি ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমির কোচকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়েছিলেন ওয়ানডে ক্যারিয়ারে ২১৪ উইকেট নেওয়া শামি।

পদত্যাগ করলেন

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সেক্রেটারি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার হঠাৎ করেই পদত্যাগ করেছেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সেক্রেটারি মোহন ডি সিলভা। যদিও পদত্যাগের কোনো কারণ তিনি জানাননি।

তবে বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার ব্যর্থতায় বেশ সমালোচনার মুখে রয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। এমনকি খোদ লঙ্কান ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান ফার্নান্দো ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাহী কমিটির পদত্যাগ দাবি করেছিলেন এক বিবৃতিতে। ৭ ম্যাচে দুই জয় নিয়ে চলতি বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিলের ৭ নম্বরে আছে শ্রীলঙ্কা। ভারতের বিপক্ষে মাত্র ৫৫ রানে অলআউট হয় লঙ্কানরা। তাতে ১৯৯৬ বিশ্বকাপজয়ী শ্রীলঙ্কা হারে ৩০২ রানে। একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে টানা দুই ওয়ানডেতে ৬০ বা এর কম রানে এর আগে অলআউট হয়নি কোনো দলই। আর এটিই বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার সর্বনিম্ন স্কোর।

ডিআরএস নিয়ে

'অন্যরকম' সিদ্ধান্ত রোহিতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবারের বিশ্বকাপে সব ম্যাচে জেতার রেকর্ড ধরে রেখেছে ভারত। বৃহস্পতিবার তারা হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। সেই ম্যাচে নজর কেড়ে নিয়েছে ভারতের দু'টি রিভিউয়ের সিদ্ধান্ত। দু'টিতেই ঠিক প্রমাণিত হয়েছে তারা। ম্যাচের পরে রোহিত শর্মা জানিয়েছেন, এখন আর তিনি ডিআরএস নেবেন না। সেই দায়িত্ব পেয়ে গিয়েছেন দলেরই দুই ক্রিকেটার। তিনি উইকেটকিপার কেএল রাহুল এবং সংশ্লিষ্ট বোলার।

শ্রীলঙ্কা ম্যাচে একটি এলবিডব্লিউয়ের ক্ষেত্রে রাহুলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ডিআরএস নেন রোহিত। রাহুল সঠিক প্রমাণিত হন। এর পরের মোহাম্মদ শামির বলে চামিরা খোঁচা দিয়েছিলেন। সেই সময় দলের বাকি ক্রিকেটারেরা ইতস্তত করলেও অনড় ছিলেন রাহুল। রোহিত ডিআরএস নিলে আবার তা সফল হয়।

ম্যাচের পর রোহিত বলেছেন, "আমি এখন আর নিজে ডিআরএস নিই না। বোলার এবং কিপারের উপরে ছেড়ে দিয়েছি। ওরাই ঠিক করবে রিভিউ নেওয়া উচিত কি না। তবে আমাকে এমন সতীর্থ খুঁজে বার করতে হয়েছে যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি এবং সবার বিরুদ্ধে গিয়ে তার কথা বিশ্বাস করে ডিআরএস নিতে পারি। আমাদের এই পরিকল্পনা কাজে লাগছে।"

পরবর্তী বিশ্বকাপে

খেলা নিয়ে যা ভাবছেন মেসি

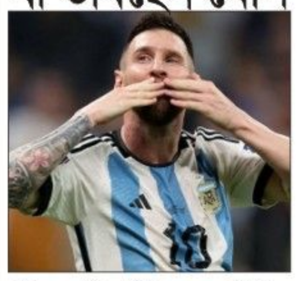

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপ শেষেই অবসরে যাওয়ার কথা ছিল লিওনেল মেসির। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সে সিদ্ধান্ত বদলেছে আর্জেন্টাইন মহাতারকার। আরও কিছুদিন দলের সঙ্গে সময়টা উপভোগ করতে চান তিনি। কিন্তু ঠিক কতদিন খেলতে চান, সেটা স্পষ্ট করেননি।

এদিকে গত ৩০ অক্টোবর অষ্টম ব্যালন ডি'অর জয়ের পর ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন পরবর্তী বিশ্বকাপে খেলার ভাবনা নিয়েও। বয়স বিবেচনায় ২০২৬ সাল পর্যন্ত খেলে যাওয়া কঠিন হলেও এখনই হাল ছেড়ে দিচ্ছেন না এ ফুটবল জাদুকর।

গত ডিসেম্বরেই বিশ্বকাপ জয়ের মধ্য দিয়ে ফুটবল ক্যারিয়ারের ষোলোকলা পূর্ণ করেছেন মেসি। ক্লাব কিংবা জাতীয় দল; অর্জনের আর কিছু বাকি নেই তার। তাই বলে এখনই আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইতি টানতে চান না বর্তমানে ক্লাব ফুটবলে ইন্টার মায়ামি ফরোয়ার্ড।

গত জুনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ২-০ গোলে জয়ের পর এক সাক্ষাতকারে মেসি বলেছিলেন, 'বিশ্বকাপে আমি প্রচুর উপভোগ করেছি, যা আগে কখনো হয়নি আমার সঙ্গে। জানতাম যে এটাই হবে আমার শেষ বিশ্বকাপ। সত্যি করে বলতে, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন না হলে আমি আর জাতীয় দলে থাকতাম না। আজ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হিসেবে আমি জাতীয় দলকে ছেড়ে যেতে পারি না এবং এর সবটুকু আমার উপভোগ করা উচিত। এই দলের মধ্যে প্রচুর মানসিক শান্তি ও আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাই আমি।'

৩৬ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়ে গত বছর তৃতীয় বিশ্বকাপ শিরোপা জেতা আর্জেন্টিনার নজর এখন ২০২৬ বিশ্বকাপে। আপাতত তাদের সব পরিকল্পনা বাছাইপর্বের ম্যাচকে ঘিরে। কাতার বিশ্বকাপের পর এখানেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন মেসি। ইনজুরির কারণে এক ম্যাচ খেলতে না পারলেও বাকি তিন ম্যাচেই ছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

ইকুয়েডর ও পেরুর বিপক্ষে দলকে জিতিয়েছেন একাই। ওই দুই ম্যাচেই মেসির পা থেকে এসেছে ৩ গোল। বয়সটা বেড়ে ৩৬ হলেও মাঠের পারফরম্যান্সে এখনো যেন চিরতরুণ তিনি। মেসির কাছে তাই প্রশ্ন ছিল, পরবর্তী বিশ্বকাপেও খেলতে চান কিনা তিনি? এ বিষয়ে মেসি বলেন, '২০২৬ বিশ্বকাপ? বয়স বিবেচনায় ওই সময় পর্যন্ত খেলা আমার জন্য কঠিন। কিন্তু দেখা যাক...।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR